মূলশংকর মাণিকলাল যাজ্ঞিক

মূলশংকর মাণিকলাল যাজ্ঞিক ৩১ শে জানুয়ারি ১৮৮৬ সালে গুজরাটের খেড়া জনপদের নটপুর(নডিয়াদ) নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতার নাম মানিকলাল এবং মাতা অতিলক্ষ্মী। নাডিযাদে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা গ্রহণের পর, উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য তিনি বরোদা গিয়েছিলেন। ১৯০৭ সালে তিনি বরোদা কলেজ থেকে স্নাতক উপাধি অর্জন করেন। পারিবারিক দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তিনি ব্যাংকের চাকুরীতে যোগদান করেন। তিনি ১৯২৪ সালে শিনৌরে শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হন। অধ্যাপনা কালে তাঁর মধ্যে কাব্যপ্রতিভা জাগ্রত হয়। যাজ্ঞিক সরস্বতীর বরপুত্র ছিলেন। বেদ, পুরান, ধর্মশাস্ত্র, সঙ্গীতশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র, নাট্যশাস্ত্র, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর পূর্ণ জ্ঞান ছিল। তাঁর জীবন ছিল একজন সাধকের ন্যায়। তিনি অধ্যাপনা সঙ্গে সঙ্গে লেখন কার্যেও পারদর্শী ছিলেন। বারাণসীর বিদ্বত্পরিষদ্ তাঁকে 'সাহিত্যমণি' উপাধিতে ভূষিত করেছিল। শঙ্করাচার্য কর্তৃক তিনি 'শ্রীবিদ্যা'উপাধি লাভ করেন।১৯১৭ সালে তিনি গোপালাচার্য উত্গীকরের সহিত সংস্কৃত ভাষায় বিষ্ণুপুরাণ কথা সরলগদ্যে প্রস্তুত করেন। তিনি বদরীনাথ শাস্ত্রী জী পঞ্চাননের সহিত 'সপ্তর্ষিদৃষ্টবেদসর্বস্বম্' নামক ভাষ্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন। তিনি প্রভূত রাষ্ট্রকর্তাদের জীবনচরিতের গভীর অধ্যায়ন এবং অনুসন্ধানের মাধ্যমে 'প্রতাপবিজয়ম্','সংযোগিতা-স্বয়ম্বরম্',ও 'ছত্রপতি সাম্রাজ্যম্'নামক তিনটি ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেছিলেন।

'প্রতাপবিজয়ম্' হল নয় অঙ্কের বীররস প্রধান ঐতিহাসিক নাটক। মহারাণার জীবনী ও তার পরাক্রমের কাহিনীকে আশ্রয় করে যাজ্ঞিক এই নাটকটি রচনা করেন। ১৯২৬ সালে প্রণীত তাঁর এই নাটকের পরিপূর্ণতায় মেবারের মহারাজাধিরাজ মহারাণা গোপাল সিংহের বিশেষ যোগদান রয়েছে। সরল নাট্যশৈলী এবং সমলংকৃত ভাষায় রচিত এই নাটকে সংগীতের প্রয়োগ প্রায় সমস্ত অংকেই রয়েছে। দ্বিতীয় অংকে অনুষ্ঠিত বৈতালিকের বীর গানে যাজ্ঞিকজী ভূপালী রাগ এবং দাদরা তালের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন দাদরা তালের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। তৃতীয় অঙ্কের মধ্যে সংযোজিত হয়েছে সার্বভৌম আকবরের প্রীত্যর্থে জয়বতী রাগ ও ত্রিতালে নর্তকীদের নৃত্য। নাটকীয় পাত্র-পাত্রী কর্তৃক প্রযুক্ত ভাষা এক্ষেত্রে সংস্কৃত। যুদ্ধনীতি বিষয়ক কবির অপূর্ব পান্ডিত্যের বহিঃপ্রকাশ এই নাটকের লক্ষ্য করা যায়। স্বাধীনতার প্রতি উৎসাহ প্রদান করতে গিয়ে কবি বলেছেন-

"সমদনৃপমভীক্ষ্ণং ধর্ষযিত্বা রণাগ্রে
প্রকটিতপৃথুবীর্য যাপনেশাভিযুক্তঃ।
যদুপতিরবিদূর্গে বাসয়িত্বা স্বপৌরান্
প্রতিহতপরতন্ত্রো রাজসে ত্বং স্বতন্ত্রঃ।।"৪/১১

'সংযোগিতা-স্বয়ম্বরম্' নাটকীয় সঙ্গীতের প্রভূত প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। যেমন নাটকের চতুর্থ অঙ্কের প্রারম্ভে বণিকগণের দ্বারা অনুষ্ঠিত ত্রিতাল ও কেদাররাগ যুক্ত সংগীতের অনুপ্রবেশ। দর্শক সাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য নাটকের পঞ্চম অংকের প্রারম্ভে প্রযুক্ত হয়েছে গৌণ্ড-মল্হার দাগযুক্ত সঙ্গীত। সঙ্গীত এবং নৃত্যের দ্বারা নাটকের অভিষ্ট পরিবেশ সৃষ্টিতে যাজ্ঞিকজী ছিলেন সিদ্ধহস্ত।

নাটক ছাড়াও যাজ্ঞিকজীর অন্য ধারার সংস্কৃত রচনাও লক্ষ্য করা যায়। যেমন- বিষ্ণুকথাশ্রিত গ্রন্থ 'পুরাণকথাতরঙ্গিনী', 'বিজয়লহরী' গদ্যকাব্য।
শ্রী যাজ্ঞিকজী জম্মুদ্বীপের মানচিত্রের সঙ্গে সূর্যবংশ ও চন্দ্রবংশের বংশপঞ্জী প্রস্তুত করে ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে তাঁর প্রজ্ঞার পরিচয় দেখিয়েছিলে। তিনিসংস্কৃত ভাষার সঙ্গে সঙ্গে গুজরাটি ভাষাতেও কতিপয় গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। যথা- হর্ষদিগ্বিজয়, নৈষধচরিত, তুলনাত্মক ধর্মবিচার, আপণুং প্রাচীন রাজ্যতন্ত্র, গুজরাতী অর্থ সহিত সত্যধর্মপ্রকাশ এবং মেবারপ্রতিষ্ঠা।

তাঁর সংস্কৃত নাটক তাঁকে কালজয়ী যশ প্রদান করেছিল। তাঁর গ্রন্থ থেকে বেদ, বেদাঙ্গ, পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র, সাহিত্যশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, আয়ুর্বেদ, সংগীতশাস্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রে তার অবাধ জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। যাজ্ঞিকজী রাষ্ট্রীয় চেতনা ও নবজাগরণ এর সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক সমানাধিকারেরও প্রবল সমর্থক ছিলেন। এতাদৃশ দিব্য প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তি ১৩ই নভেম্বর ১৯৬৫ সালে পরলোক গমন করেন।

oooooooooooo